আতংকের মাঝে- এক তথ্য

বেসলানে আটককারীদের বর্বরতা উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। বাচ্চাদের প্রতি যে নির্মম নিষ্ঠুরতা ও অমর্যাদা দেখানো হয়েছে সুস্থ অন্তরে সে জন্যে রয়েছে শুধুই অভিশাপ।
যাহোক ঐ বর্বরদের ব্যবহার যখন অনুধাবন কষ্টকর, তারপরও নির্যাতিতদের কাছে দায়বদ্ধতার কারনে এই কষ্টদায়ক অনুধাবনের দায়িত্ব এসে যায়।
অসংখ্য প্রতিবেদনে দেখা গেছে বন্দুকের মুখে আটক ভীত, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত বাচ্চাদের অভিভাবকরা বার বার দয়া ভিক্ষা চেয়েছেন আটককারীদের কাছে। আটককারীরাও ঘৃনা মিশ্রিত অবজ্ঞায় জানতে চেয়েছে কোন দয়া রাশিয়ান সৈন্যরা দেখিয়েছিল চেচেন শিশুদের প্রতি।
প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে বর্বরতা একটি দূর্বল যুক্তি হতে পারে, তবে এর কারন খতিয়ে দেখা দরকার।
গত দশক ধরে রাশিয়ানরা পরিকল্পিতভাবে খুনজখম, ধর্ষন চালানোর সময় চেচেনদের বয়সকে সামান্যই গ্রাহ্য করেছে।
চেচেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাবী অনুযায়ী ২৫০,০০০ চেচেন নাগরিক খুন হয়েছে তারমাঝে ৪২,০০০ই ছিল শিশু।
ইলিয়াস আদখ্মাদভ হল চেচনিয়ার নির্বাসিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে। তারমতে নিজ দেশ চেচনিয়া তাদের দূরবস্থার সভ্য সমাধানের মোহ থেকে মুক্ত, কারন তাদের ঘিরে রেখেছে মৃত্যুর কারখানা।
বেসলান এক করুন ঘটনা- তবে এ ব্যাপারে রাশিয়ান সরকারের ভূমিকাও পরিচ্ছন্ন নয়। তার সৈন্যদের বর্বর কৌশলও সবার জানা।
ব্রিটিশ একাডেমিক ডঃ কেরওয়ান মুর বেসলানে ঘুরে এসেছেন। রাশিয়ায় এই শিক্ষাসফরে বেসলানে ঘুরেন সেপ্টেমবরের প্রথম সপ্তাহ, তার কথায় জানা যায় রাশিয়ার চুক্তিখাটা সৈন্যদের(Contract soldiers) লুটতরাজ, ধর্ষন চেচনিয়াতে স্বীকৃত নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে। বিশ্বজুড়ে অনেকের প্রতিক্রিয়া এই বিষয়ে নির্লিপ্ত।
আমি টিভিতে তখন *Today Tonight* উপস্থাপন করতাম। ১৯৯৬এ আমরা ঠিক করি চেচনিয়াতে রাশিয়ান সৈন্যদের নৃশংসতার উপর একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রচার করবো।
ঠিক তারপরদিন সকালে আমি রেডিও খুললাম শুনি রস ওয়ারনেকের দ্রুত বলে যাওয়া অসংলগ্ন কথা যে *TT*র ফতুর অবস্থা তাই তারা অনুষ্ঠানের বিষয় বেছে নিয়েছে কোথায় যেন একটা জায়গা আছে 'চেচনিয়া', ঐটাকে।
ভয়ংকর সত্য এই যে আমাদের মন থেকে ডায়েট আর মিরাকল্ কিউর সরিয়ে জায়গা নিতে চেচনিয়াকে বেসলানের রক্তাক্ত গণহত্যা পেরিয়ে আসতে হল।

আরও ভয়ংকর যে কতজন বিশ্বনেতা আমাদের মন থেকে চেচনিয়াকে মুছে ফেলে এই নির্মম হত্যাকে তাদের নিজস্বার্থের রাজনৈতিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্তির জন্যে আকড়ে ধরেছেন।

সাক্ষ্যের অভাবে বুশ, হাওয়ার্ড শ্যারন, পুটিন আপ্রাণ চেষ্টা করছে এই গণহত্যাকে কোনমতে ১১ই সেপ্টেমবর ও বালি বোমাবাজির সাথে একসূত্রে গাঁথতে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন ততক্ষনাৎ দুঃখজনক এই ঘটনার সাথে আল-কায়দাকে জুড়ে দিলেন, যদি যোগসূত্র থাকেও রুশ কর্তৃপক্ষের সাক্ষীসাবুদ হাজির করার কথা। তারবদলে দেখা গেল তাদের গল্প মিনিটেই বদলে যাচ্ছে। প্রথমে কর্তপক্ষের বক্তব্য ছিল অল্পকয়েকজনই আটকা পড়েছেন তারপর বের হল আটককৃতের সংখ্যা হাজারেরও উপরে। আটককারীদের পরিচয়ও আশংকাজনকভাবে পালটে যাচ্ছিল। শোকাহত জনগণের উদ্দেশে ভাষনে পুটিন মরিয়া হয়ে ১১ই সেপ্টেমবর সাথে রাশিয়ার যোগসূত্র জুটিয়ে দিয়ে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসকে' দায়ী করেছেন বেসলান গণহত্যার জন্য অথচ চেচনিয়া বিষয়ে একটা শব্দও উল্লেখ করা হয়নি।

জন হাওয়ার্ড একই রকম সুবিধাবাদী তাই চেচনিয়ার মানবাধিকার চিত্রের প্রতি নির্লিপ্ত থেকে এই গণহত্যাকে পৃথিবী জুড়ে বিশ্বসন্ত্রাসের অংশই বলছেন। হাওয়ার্ডএর মতে নিস্পাপ বাচ্চাদের নির্দয়ভাবে ব্যবহারের চিত্র সন্ত্রাসীদের শয়তানী আত্মা ও শয়তানী মনের পরিচয় বহন করে।

সত্য এই যে শয়তান শূণ্য থেকে উৎসারিত হয়নি।

যে পর্যন্ত হাওয়ার্ডের মন জুড়ে আছে বাচ্চাদের অধিকার, তার বোধহয় পড়তে ইচ্ছে হবে মানব অধিকার ও সমসুযোগ কমিসনের প্রতিবেদন যাতে বলা হয়েছে কিভাবে হাওয়ার্ড নিজে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদকে বারবার অবজ্ঞা করে শরণার্থীদের নিস্পাপ সন্তানদের তার নিষ্ঠুর নীতির আওতায় কারাগারে নিক্ষেপ করছে।

সম্ভবতঃ জনাব হাওয়ার্ডকে মনোযোগ দেওয়া উচিত চেচনিয়ার মতোই তার নিজ প্রভাবের বলয় থেকে শয়তান দূরীকরনে।

এমনকি সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধওয়াগনে ঝাপ দিয়ে হাওয়ার্ডের অর্থমন্ত্রী পিটার কষ্টেলো দাবী করছে বেসলান ট্রাজেডী মনে করিয়ে দিচ্ছে যে পৃথিবীতে কোনদেশ সন্ত্রাসীর আওতামুক্ত নয়- এমন কি রাশিয়াও নয়।

রাশিয়াও নয় বলে সে কি বুঝাতে চায়?

যদি বিশ্বনেতৃত্ব সন্ত্রাসের কারন সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতা দেখায় তবে পৃথিবীতে আমরা কি করে এই লড়াইয়ে তাদের সততা বা নিরপেক্ষতায় আস্থা রাখবো?

মূল: জিল সিংগার সাংবাদিক ও কলাম লেখক। জিলের প্রতিবেদনটি ৯-৯-০৪এ Herald Sunএ প্রকাশিত হয়

অনুবাদ: দিলরুবা শাহানা

(অনুবাদকের কথা: জিল সিংগার ১৯৯৬এ মেলবোর্নে নির্মিয়মান জুয়াখানা ক্রাউনক্যাসিনোর নির্মানকারী তাইওয়ানী গোষ্ঠীর কাছ থেকে ভিক্টোরিয়ার তৎকালীন প্রিমিয়ার জেফ কেনেতের স্ত্রীর উৎকোচ গ্রহণের কেলেংকারী বিষয়ে প্রতিবেদন প্রচারের আয়োজন করেন। প্রচারের আগেই গণমাধ্যমে প্রতিবেদনটি ব্যাপক প্রচার পায়। স্বাভাবিক ভাবে অনেকেই ঐ সন্ধায় Today Tonight দেখতে বসে। অবাক কান্ড ঐ সময়ে জিল সিংগারের বদলে দেখা গেল ঘোষক অন্য কিছু প্রচারের ঘোষনা দিচ্ছে। পরদিন গণমাধ্যমে দেখা গেল জিল অনুষ্ঠান শুরুর জন্য ষ্টুডিওতে বসেছেন টিভির লাল বাতি শুরু করার সংকেত দেবে ঠিক তখনি ঘটলো আশ্চর্য ঘটনা। দরজা খুলে কর্মকর্তাদের একজনের মুখ দেখা গেল, জিলকে দ্রুত জানানো হল এই প্রতিবেদন প্রচার নিষেধ। সাথে সাথে জিল সংজ্ঞা হারিয়ে আসন থেকে মাটিতে পড়ে যান। এরপর জিল সিংগারকে Today Tonight আর কখনো উপস্থাপন করতে দেখা যায়নি। এইটুকুর মাঝে মিডিয়ার স্বাধীনতা নিয়ে পাঠকের ভাবনার খোরাক রয়েছে, তাইনা?)